MAY 29 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন

মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সম্প্রতি যে দুঃসাহসিক অভিযান চালাচ্ছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। যদিও অনেকের চোখে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এতো কঠোরতা ভালো লাগে না। এ পৃথিবীতে ভালো কাজের সমালোচনা হয় বেশি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমরা সবাই স্বাধীন হয়ে গেছি সর্বকাজে। কারও কোনো কাজে খবরদারি করতে পারবে না ভাবখানা যেন এমন।

স্বাধীনতার পর সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া ছাত্র ও এসএসসি পাস করে এইচএসসি ও ডিগ্রি পাস সার্টিফিকেট নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে চাকরিরত অবস্থায় ছড়িয়ে আছেন। সেই ধারা কমবেশি আজ পর্যন্ত চালু ছিল। হঠাৎ করে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় রুদ্রমূর্তি ধারণ করায় সেই সমস্ত সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত অভিভাবক ও তাদের সন্তানদের চোখ কপালে উঠে গেছে।

ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যগুলো আমাদের আশ্বস্ত করে এসেছে। তিনি শুরু থেকেই বলে আসছেন শিক্ষকের জন্য ছাত্রদের

যুদ্ধের পথ পরিহার করতে ভারতের প্রতি জাপানের আহ্বান

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োরিকো কাওয়াগুচি পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্তে কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গতকাল ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রয়টার।

কাওয়াগুচি গতকাল সকালের দিকে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন এবং নয়াদিল্লিকে সংযত থাকার আহ্বান জানান। এর আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফ বলেছেন, আক্রান্ত হলে ইসলামাবাদ তার পুরো শক্তি দিয়ে সমুচিত জবাব দেবে।

জানান। [illegible] করে দিয়ে বলেন, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে কাশ্মিরি জঙ্গিরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেবে।

জে. মুশাররফ তার ভাষণে দাবি করেন পাকিস্তান থেকে কোনো জঙ্গি কাশ্মিরে প্রবেশ করছে না। কাশ্মিরি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দমনাভিযান চালানো ভারতীয় এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা জে. মুশাররফের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমাদের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা কাশ্মিরে প্রবেশ করছে এবং পাকিস্তানি সীমান্তে জঙ্গিদের সঙ্গে ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষীদের সংঘর্ষ হয়েছে।

কাশ্মিরের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জে. মুশাররফের ভাষণ এই অঞ্চলে উত্তেজনা কমাতে ব্যর্থ হবে। কাশ্মিরের এক স্থানীয় সাপ্তাহিকীর সম্পাদক তাহির মহিউদ্দিনের মতে জে. মুশাররফের ভাষণে নতুন কিছু নেই।

টেলিভিশনে গত সোমবার জে.

অধিকাংশ লোকই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয়। তারা মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করে 'এআই'-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, আটক ব্যক্তিদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না হাজতে তাদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই।

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সামরিক কমিশনে বিচারের আগে সন্দেহভাজন কয়েকজন সন্ত্রাসীকে বিচারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রিপোর্টে তারও সমালোচনা করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, এ সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সুষ্ঠু বিচারের পরিপন্থী।

অ্যামনেস্টির রিপোর্টে, আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তেরও আহ্বান জানানো হয়েছে।